পড়শী
PORSHI

1st year 9th Issue January 2002/ Agrohayon 1408 ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জানুয়রী ২০০২/অগ্রহায়ন ১৪০৮

সম্পাদনা পরিষদ :
নির্বাহী সম্পাদক : মাহমুদুল হাসান
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : সাবির মজুমদার
মহাব্যবস্থাপক : মাশুক রহমান
নীতি ও পরিকল্পনা উপদেস্টা : নজমুস সাকিব
বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ :
প্রযুক্তিবন্ধন : শহীদ আহমেদ
ক্রীড়া : জিয়াউল করিম লোটাস
বিনোদন ও সংস্কৃতি : মনামী দোহা মোর্শেদ
উত্তর আমেরিকার কর্মকান্ড : মো: জাফর উল্লাহ
সাহিত্য : আলম খোরশেদ
আইন ও ইমিগ্রেশন : জাকিয়া আফরিন
ছোট্টমনিদের পাতা : সামিয়া আরা ডোরা
গ্রাফিকস : সুপ্রিয় মালাকার শুভ
ওয়েব : শরীফ মুস্তাফিজুর রহমান
সংবাদ : ফুয়াদ রাহমান
বিতরণ ব্যবস্থাপক : অনুপম বড়ুয়া
বাংলাদেশে বিতরণ ব্যবস্থাপক : এম. মোস্তফা শহীদ
ঢাকা ব্যুরো প্রধান : সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
ঢাকায় সম্পাদকীয় প্রতিনিধি : জাইদ আলমের খান
চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান : এনায়েত করিম সাকী

আঞ্চলিক প্রতিনিধি :
টরন্টো, ক্যানাডা : আলী হায়দার
ভ্যানকুভার, ক্যানাডা : আমিনুল ইসলাম
পোর্টল্যান্ড, অরেগন : আতিকুর রশীদ চৌধুরী
হিউস্টন, টেক্সাস : আজাদুল হক
নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক : মাহদী-উজ-জামান অপু
ম্যাডিসন, এলাবামা : মঞ্জুর চৌধুরী
স্যান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া : শ্যামল নাথ
ওয়াশিংটন, ডি.সি. : রোকেয়া হায়দার
ডুরাঙ্গো, কলরাডো : জিয়ারত হোসেন
ডিট্রয়েট, মিশিগান : মোহাম্মদ আযিম
হোকেসিন, ডেলাওয়ার : শামীম হাসান
র‍্যালী, নর্থ ক্যারোলিনা : শাহাদাত হোসেন
আটলান্টা, জর্জিয়া : কাজী লাবিবুর রহমান

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা :
আশরাফ আলী (সিয়াটল, ওয়াশিংটন)
বেলাল বেগ (নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক)
দলিলুর রহমান (ফ্লেমিংটন, নিউ জার্সী)
এমদাদ খান (স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া)
ফারুখ ফয়সল (অটোয়া, ক্যানাডা)
শাহাব সিদ্দিকী (আটলান্টা, জর্জিয়া)
ইউনুস রাহী (লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া)

প্রচ্ছদ : সালেহ্উদ্দীন বাদল

A monthly published by
Jogajog International
PO Box 3148
Fremont, CA 94539
USA
email : editors@porshi.com
website : **www.PORSHI.com**
e-fax : 707-988-0328
Retail Price
USA/Canada : **US$2.00/CDN$3.00**
Bangladesh : **Taka20.00**

সম্পাদকীয় : খতিবনামা এবং আমাদের প্রানের পহেলা বৈশাখ

খবরটা কজনের নজর এসেছে জানিনা। বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদের খতিব মওলানা ওবায়দুল হক ঈদের দিনে জাতীয় ঈদগাহে 'জেহাদী জোশে' এক 'ঐতিহাসিক' ভাষণ দিয়ে ফেলেছেন। মোল্লাহ ওমর এবং ওসামা বিন লাদেনের মত 'সাচ্চা মুসলমানদের' প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি পরিস্কার জানান দিয়েছেন দেশবাসীকে (এবং বিশ্ববাসীকে) যে তার অনুসারী এবং সমমনারা কোন্ ধরনের ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তার এ বক্তব্য নিয়ে লেখালেখি, আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে প্রচুর। শেষ পর্যন্ত বিব্রত বিএনপি সরকার তার বক্তব্যকে 'সরকারী' নয় বরং মওলানার 'ব্যক্তিগত' অভিমত বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে গা বাঁচানোর প্রয়াস পেয়েছে। তবে মওলানার বক্তব্যের যে অংশটি নিয়ে আমরা আলোকপাত করব তা হলো বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে তার গভীর উদ্বেগ। ঐ একই বক্তব্যে মওলানা বাঙালীর পহেলা বৈশাখের নববর্ষের উৎসবকে ইসলাম পরিপন্থী বলে বর্ণনা করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে, জাতীয় ঈদগাহের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তার ঔদ্ধত্বপূর্ণ, প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য আমাদের বিস্মিত করেছে। এর পেছনে যে আমাদের আবহমান সংস্কৃতির গোড়া ধরে টান দেবার একটা অত্যন্ত পুরনো ষড়যন্ত্র প্রচ্ছন্ন তা বলাই বাহুল্য।

পাকিস্তান আমলে আমাদের, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানীদের, সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। এইরকম মওলানার দোসররা বরাবরই বাংলা ভাষা, একুশে ফেব্রুয়ারী, পহেলা বৈশাখ সহ আবহমান বাংলা সংস্কৃতির ও কৃষ্টির ভেতর অনৈসলামিক হিন্দুয়ানী গন্ধ খুঁজে বের করতে তৎপর ছিলেন। বাংলা ভাষা, বাংলর ঘাস, নদী, ফুলের চাইতে 'পেয়ারা পাকিস্তান', মরুভূমি, ঊট এবং জোব্বা তাদের অনেক বেশি প্রিয়। আশা ছিল, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভেতর দিয়ে তাদের 'পেয়ারা পাকিস্তান'এর খোয়াব এর অবসান হয়েছে। একাত্তরের রাজাকারদের 'মিত্র'রাও তাই আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেন। তারা বলেন, এখন আমরা সবাই স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। একাত্তরের ভুলের জন্য ক্ষমা করে দিয়ে এখন সবাইকে একজোট হয়ে দেশগড়ার কাজে মন দিতে হবে। কিন্তু মুশকিল হলো, সুযোগমত 'থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ে।' এই মওলানার সমমনারা 'পেয়ারা পাকিস্তানের' খোয়াব আজও দেখেন। সুযোগ পেলেই বাংলাদেশকে এবং বাঙালীকে পহেলা বৈশাখ ভুলিয়ে 'সাচ্চা মুসলমান' বানাবার গভীর ষড়যন্ত্রের কথা ঔদ্ধতভরে জানান দেন। এই মওলানারা যে দেশের খোয়াব দেখেন, আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধস্নাত বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যে লালিত আমাদের প্রাণের বাংলাদেশ এক দেশ নয় - ভীষণভাবেই ভিন্ন। তাই জাতি হিসেবে আমাদের অগ্রযাত্রায় এই প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধরা সহযাত্রী নয় - কখনো ছিলোনা, কখনো হবে না।

ইংরেজী নববর্ষ ২০০২ উপলক্ষে সবাইকে জানাই নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা। নতুন বছরটি সবার জন্যে হোক আনন্দময়, হোক সাফল্যে ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ।

'পড়শী' বিশ্ববাঙালীর মুখপত্র। দেশ-বিদেশের সমসাময়িক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ, আলোচনা, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বাঙালীদের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে জোরদার করা সাময়িকীর অন্যতম লক্ষ্য। দেশ এবং প্রবাসের মধ্যে তথ্য ও চিন্তা-চেতনার দ্বিমুখী প্রবাহ এবং প্রযুক্তি বন্ধন প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতেও 'পড়শী' সচেষ্ট থাকবে। রাজনীতি, ধর্ম সহ অন্যান্য বিতর্কিত বিষয়ে নিরপেক্ষ এবং ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে পড়শী সম্পাদকমন্ডলী যত্নশীল থাকবে।